দৈনিক সংবাদ

MAR. 0 3 2002

রংপুর ঃ রংপুর সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত অফিসের (বাঁ থেকে ডানে) ফাইলপত্রের স্তূপ এবং অঙ্গার হয়ে যাওয়া ২৩টি মোটর সাইকেল – সংবাদ

রংপুর সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে অগ্নিকাণ্ড

ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক পরিমাণ কোটি টাকা ঘটনাটি পূর্বপরিকল্পিত বলে সন্দেহ

বলে মতামত ব্যক্ত করে বলেন, আমরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তবেই প্রতিবেদন দেবো।

কর্মকর্তাদের আচরণ ছিল সন্দেহজনক ঃ সে ভবনে অগ্নিকাণ্ড ঘটে, তার ১শ' গজ দূরেই জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়। ওই কর্মকর্তা ঈদের পর অফিসে আসেননি। ঘটনার পর টেলিফোন করে তাকে দিনাজপুর শহরের বাসায় খবর দেয়া হয়। তিনি ২৮শে ফেব্রুয়ারি ভোরে রংপুরে আসেন। ভারপ্রাপ্ত উপজেলা শিক্ষা অফিসার আব্বাস আলীকে ২৮শে ফেব্রুয়ারি দুপুর ১২টা পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ সংবলিত কাগজপত্র এবং কোতেয়ালী থানায় মামলা দায়ের করার বিষয়টি নিয়ে ডিপিও'র খাস চেম্বারের দরজা বন্ধ করে সলাপরামর্শ দেখা গেছে। এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত অফিসের ২ কর্মচারীকে অফিস চত্বরের বাইরে অবস্থান করতে দেখে সাধারণ শিক্ষক- শিক্ষিকাসহ কর্মচারী-দের মধ্যে নানা সন্দেহের সৃষ্টি হয়।

অন্যদিকে ফ্যাসিলিটিজ ডিপার্টমেন্টের রংপুর জোনের নির্বাহী প্রকৌশলী ইদ্রিস আলী ঈদের ৩ দিন আগে ঢাকায় চলে গেলেও ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তিনি অফিসে না আসায় পুড়ে যাওয়া ২৩টি মোটর সাইকেলের ব্যাপারে থানাকে অভিযোগ করবে, তা নিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ছুটাছুটি করতে দেখা গেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন কর্মচারী জানান, নির্বাহী প্রকৌশলীর পরিবার ঢাকায় থাকেন। তিনি মাসে গড়ে ৫/৭ দিন অফিস করেন আর বেশিরভাগ সময় ঢাকায় বেআইনিভাবে অবস্থান করে থাকেন।

অভিজ্ঞ মহলের অভিমত, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি পূর্বপরিকল্পিত। এ ব্যাপারে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত হওয়া অতি আবশ্যক।

রংপুর ঃ অগ্নিকাণ্ডে পুরোপুরি বা আধপোড়া সার্ভিস বই। শিক্ষক-শিক্ষিকারা এর ভেতর থেকেই হন্যে হয়ে খুঁজছেন তাদের নিজেদের সার্ভিস বই – সংবাদ